- সমিতির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য তপশিলি উপজাতি শ্রেণীর হবে।
- সদস্যদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্য থাকবে।
- সমিতির কোন সদস্য নিজেও বন অধিকারের দাবিদার হতে পারে। এই ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি সমিতিকে তা জানাবে। আর বিচার শেষ হওয়া পর্যন্ত বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে না।

বন অধিকার দাবির জন্য প্রমাণ

বন অধিকার নির্ধারণ করার জন্য আইন অনুসারে প্রমাণের কথা বলা হয়েছে :

- সর্বজনীন রেকর্ড, সরকারী রেকর্ড যেমন - গেজেট, জনগণনা, বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ার রেকর্ড ইত্যাদি।
- বন রেকর্ড, পাট্টা, লিজ, সরকারী আদেশ, সংকল্প, নিয়মাবলি ইত্যাদি।
- সরকার কর্তৃক জারি করা কাগজপত্রগুলিও প্রমাণ হবে, যেমন- ভোটার পরিচয় পত্র, রেশন কার্ড, বসতবাড়ি-জমির কর প্রদানের রসিদ পত্র ইত্যাদি।
- প্রথমদিকে যে জমির রেকর্ড থাকবে তা একটি বড় প্রমাণপত্র। তবে শর্তসাপেক্ষ যে, তাতে বংশানুক্রমিক তথ্যাবলি যেন থাকে।
- প্রাচীন চিরাচরিত স্থাপত্য যেমন- কূয়া, কবরস্থান, ধর্মীয় স্থল ইত্যাদি।

দলগতভাবে বন অধিকারের জন্যও প্রমাণপত্র দরকার হবে। চিরাচরিত গবাদিপশুর বিচরণ স্থল, জঙ্গলি ফল এবং অন্যান্য বনজ উৎপাদিত সম্পদের সংগ্রহ করার এলাকা, মাছ ধরার জায়গা, জলধার/জলস্রোত ইত্যাদি।

প্রক্রিয়া-

- গ্রাম সভা দ্বারা দাবিসনদ জমার তারিখ ঘোষণা করার ৩ মাসের মধ্যে তা জমা করতে হবে।
- গ্রাম সভা দাবিসনদের উপর সংকল্প তৈরী করে তা অনুমোদনকারী সমিতির কাছে পাঠাবে।
- অনুমোদনকারী সমিতি প্রেরিত সংকল্পের তদন্ত করবে। তারপর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জেলা সমিতির কাছে পাঠাবে।
- জেলা সমিতি বন অধিকারের দাবিসনদের উপর বিচার করবে। এরপর বন অধিকার এবং টাইটেল/শিরোনাম এর প্রকাশ করবে।
- বন অধিকার এর রিপোর্ট-এ জেলা সমিতির সিদ্ধান্ত সর্বশেষ সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে।
- এই রেকর্ডের প্রমাণপত্র দাবিদার এবং গ্রাম সভার কাছে পাঠানো হবে।

> আসুন, নিজেদের অধিকারগুলি জানি।
>
> বন হচ্ছে সম্পদ/ধন, এই তথ্য প্রচার করুন।

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
website :: www.srcguwahati.in

সাক্ষর ভারত

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা - ১০

তপশিলি উপজাতি এবং অন্য চিরাচরিত বনবাসী

(বন অধিকারের মান্যতা) আইন, ২০০৬

তপশিলি উপজাতি এবং অন্য চিরাচরিত বনবাসী (বন অধিকারের মান্যতা) আইন, ২০০৬

তপশিলি উপজাতি তথা অন্যান্য চিরাচরিত বন অধিবাসীদের অধিকারের জন্য ভারত সরকার একটি আইন তৈরী করে। এর নাম তপশিলি উপজাতি এবং অন্য চিরাচরিত বন জন (বন-অধিকারের মান্যতা) আইন, ২০০৬।

বন-অধিকার আইনের উদ্দেশ্য :

এই আইনটি আপনাতেই ব্যতিক্রমী। এর দ্বারা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রাপ্তি হবে :

- বনাঞ্চলে বসবাসকারী চিরাচরিত অধিবাসীদের অধিকারগুলিকে আইনি মান্যতা দেওয়া।
- বনগুলির সংরক্ষণ ব্যবস্থা মজবুত করা।
- বনে বসবাসকারী অধিবাসীদের জীবিকা তথা খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা।
- গ্রাম সভাগুলির শক্তি তথা ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

বনাঞ্চলের অধিবাসী কারা-

নতুন আইন অনুযায়ী যারা নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করবে তাদের বনাঞ্চলের অধিবাসী বলা হবে :

১. যদি তারা বন অথবা বনভূমিতে বসবাস করে।
২. বন বা বনভূমিই তাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র সম্বল।

এর পর তাঁদের এটা প্রমাণ করতে হবে যে :

- তারা তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের সদস্য।
- তারা স্বশাসিত অঞ্চলে বসবাস করছে।
- তারা অন্য চিরাচরিত বন বা বনভূমিতে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের।
- তারা গত ৭৫ বছর যাবৎ ঐ অঞ্চলেই বসবাস করছে।

বন অধিকার -

আইন অনুসারে তপশিলি উপজাতি এবং চিরাচরিত বন অধিবাসীদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলই সুনিশ্চিত করা হয়েছে :

- জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে কৃষিজমির মালিকানার অধিকার।
- নিম্ন বনজ সম্পদের উৎপাদনকে সংগ্রহ ও ব্যবহারের অধিকার।
- জলস্রোত এবং এর থেকে প্রাপ্ত উৎপাদনের উপর অধিকার।
- তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়গুলিকে দলগতভাবে বসবাসের অধিকার।
- দলগতভাবে বনজ সম্পদের রক্ষনাবেক্ষণ, পুনরায় উৎপাদন তথা বৃক্ষরোপণ এবং তদারকি করার অধিকার।
- প্রাকৃতিক সাম্যতা বজায় রাখা তথা অনুৎপাদক সম্পদ এবং চিরাচরিত তথা সাংস্কৃতিক জ্ঞানকে প্রজন্মগতভাবে সুরক্ষিত রাখার অধিকার।

শর্তাবলী-

- ২০০৫ সালের ১৩ই ডিসেম্বরের আগে থেকে যেই কৃষিজমিতে কৃষিকাজ হচ্ছে সেই জমিটি মান্যতা পাবে। তপশিলি উপজাতি নয় এমন ক্ষেত্রে ৭৫ বছর যাবৎ বনভূমিতে বসবাস করছে।
- জমির উপর অধিকতম অধিকার চার হেক্টর পর্যন্ত নির্ধারণ করা আছে। যদি কারও কাছে আধা একড় জমি আছে তাহলে সে সেই আধার একড় জমিরই মালিকানার অধিকার পাবে।
- এই জমি কাউকে বেঁচা যাবে না আবার কাউকে হস্তান্তরিতও করা যাবে না। এই জমির উপর শুধুমাত্র ওয়ারিশ-এরই অধিকার থাকবে।
- জঙ্গল থেকে দালান বানানোর জন্য লাকড়ি নেওয়া তথা ব্যবহারের কোন অনুমতি নেই।
- চিরাচরিতভাবে গবাদি পশুর বিচরণের জন্য যে ভূমি রয়েছে সেইখানেই এই পশুগুলির বিচরণের অধিকার থাকবে।

কিভাবে অধিকার পাওয়া যাবে-

আইন অনুযায়ী অধিকারগুলির নির্ধারণের ক্ষমতা গ্রাম সভার আছে। এর জন্য গ্রাম সভা নিম্নলিখিত কাজগুলি করবে :

- গ্রাম সভা বন অধিকার সম্পর্কিত দাবিগুলি গ্রহণ করবে। এইগুলির উপর বিচারও হবে।
- সব দাবিদারদের সূচি তৈরী করা হবে। এতে দাবি সম্পর্কিত সব তথ্যবিবরণ লেখা হবে।
- বন অধিকার সম্পর্কিত সব দাবিগুলি নিয়ে একটি সংকল্প তৈরী করা হবে। এইটি উপরের সমিতিকে পাঠানো হবে।
- দাবি অনুসারে জমির জন্য নক্সা তৈরী করা হবে।
- গ্রাম সভাকে এই কাজে বন অধিকার সমিতি সাহায্য করবে।

বন অধিকার সমিতি

- গ্রাম সভা তার প্রথম বৈঠকে বন অধিকার সমিতি গঠন করবে।
- সমিতিতে গ্রাম সভার কম করে ১০ জন সদস্য ও অধিকতম ১৫ জন সদস্য নির্বাচিত হবে।